



নতুন তিনটি ফৌজদারি আইন সংক্রান্ত বার্তা

আমরা জানি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রমোদীজীর দূরদর্শী নেতৃত্বে ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার আধুনিকীকরণসহ বিচার প্রক্রিয়া স্বরাশ্রিত করা এবং পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্তদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে আগামী ১লা জুলাই, ২০২৪ তারিখ থেকে সারা দেশে তিনটি নতুন ফৌজদারি আইন বলবৎ করা হচ্ছে। এই আইনগুলি হল ভারতীয় ন্যায় সংহিতা-২০২৩, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা-২০২৩ এবং ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম-২০২৩। এই নতুন তিনটি আইন যথাক্রমে ভারতীয় দন্ডবিধি, ১৮৬০, ফৌজদারি কার্যবিধি ১৯৭৩ এবং ভারতীয় সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ কে প্রতিস্থাপিত করেছে। এই তিনটি আইন প্রণয়নের মূখ্য উদ্দেশ্য হল দেশের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের মাধ্যমে বিশেষত নারী, শিশু ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধকে অগ্রাধিকার দিয়ে বিবেচনা করা। ভারতীয় দন্ডবিধির ৫১১ টি ধারার পরিবর্তে ভারতীয় ন্যায় সংহিতায় ৩৫৮টি ধারা সংযোজিত হয়েছে এবং ৬টি ক্যাটাগরীর অপরাধের জন্য কমিউনিটি সার্ভিসের অন্তর্গত শাস্তির বিধান রয়েছে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতায় ০৭(সাত)টি নতুন ধারা প্রবর্তন করা হয়েছে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতায় মোট ২০টি নতুন ধরনের অপরাধ সংযোজিত হয়েছে এবং তন্মধ্যে ৩৩টি অপরাধের জন্য কারাবাসের শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে।

এই নতুন তিনটি ফৌজদারি আইনের উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি হল:-

- ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার ১৭৩ ধারা মূলে এক্তিয়ার নির্বিশেষে যে কোন স্থান থেকে এফ.আই.আর নিবন্ধন করার বিধান রাখা হয়েছে। পাশাপাশি নাগরিকদের ইলেকট্রনিক মাধ্যমেও এফ.আই.আর (e-FIR) করার সুযোগ রয়েছে।
- ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার ৫৩০ ধারা মূলে সমস্ত ট্রায়াল ও আনুষ্ঠানিক কার্যধারার জন্য ইলেকট্রনিক মোড অনুমোদিত।
- এই আইনে পুলিশকে বেআইনীভাবে অর্জিত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।
- নতুন আইনে চার্জশীট পূরণের ৬০ দিনের মধ্যে বিচার প্রক্রিয়া শুরু করা এবং বিচার শেষ হওয়ার ৪৫ দিনের মধ্যে রায় ঘোষণা নিশ্চিত করা হয়েছে।
- ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৬৫(২) ধারা মূলে ১২ বছরের কম বয়সী মেয়েদের বিরুদ্ধে (ধর্ষণ) অপরাধের জন্য মৃত্যুদন্ডের বিধান রাখা হয়েছে।
- নতুন ফৌজদারি আইনে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সাক্ষী সুরক্ষা বিধানের ব্যবস্থা রয়েছে।

উপরিউক্ত তিনটি নতুন ফৌজদারি আইনের যথাযথ প্রয়োগে সকল অংশের জনগণের সার্বিক সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ আবশ্যিক। আসুন, দেশের সচেতন নাগরিক হিসেবে নিজেদেরকে আইনের যথাযথ প্রয়োগে অংশীদার করে এর সুফল গ্রহণ করি।

(প্রফেসর ডা: মানিক সাহা)